হুগলি লোকসভায় আবারও বিজেপির প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়, উলুধ্বনি দিয়ে তাকে স্বাগত কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হাতে গোনা কয়েকটা দিন। নির্বাচনের সলতে পাকানোর কাজটা অনেক আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছে সব রাজনৈতিক দলই। রাজনৈতিক দলগুলির চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকাও সামনে আসবে শীঘ্রই। সবার আগে ভোট প্রস্তুতিতে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়ল বিজেপি। শনিবার সন্ধ্যায় সর্বভারতীয় বিজেপি নেতৃত্ব লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। এবারেও হুগলি লোকসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী হলে লকেট চট্টোপাধ্যায়। নাম ঘোষণার পরেই হুগলিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে গেরুয়া আবির খেলা শুরু করে। সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে তিনি হুগলির দলীয় কার্যালয়ে বিজেপি নেতা সুবীর নাগ, তুষার মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসমিট করেন। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি ভোটে হুগলি থেকে জিতেছিলেন লকেট। হুগলিতে তৃণমূল বিরোধী মুখ হিসাবে বিগত কয়েক বছরে একেবারে প্রথমসারিতে উঠেও এসেছেন। হুগলি থেকে এবারে পদ্ম শিবিরের তরফে কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছিল। শনিবার সেই জল্পনার অবসান ঘটল। হুগলি লোকসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী হলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

এদিকে শেষ বিধানসভা ভোট থেকে পুরসভা, পঞ্চায়েত, সব নির্বাচনেই কার্যত নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে বিজেপিকে। সেখানে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় বড় কোনও চমক থাকে কিনা সেদিকে নজর ছিল সকলেরই। এদিন প্রত্যাশা মতোই বিজেপির হেভিওয়েট নেত্রী তথা বিখ্যাত চলচিত্র অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় হুগলি লোকসভা থেকে প্রার্থী হলেন। এই বিষয়ে হুগলির বিজেপি নেতা ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, ২০২১ সালের ভোটের পর থেকে ২০২৪ সালের পরিস্থিতি অনেক পাল্টেছে। বাংলার মানুষ তৃণমূলকে আর চাইছে না। হুগলি থেকে লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রার্থী হওয়ায় তাকে আবারও স্বাগত জানাছি। মূলত, তিন চারটি ইস্যু নিয়ে বিজেপি লড়াই করবে এবং জিতবে। রাজ্যের আইন প্রশাসন ঠিক করা, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করা। চুরি আটকানো, তৃণমূল যতদিন থাকবে ততদিনে চুরি হবে তাই তৃণমূলকে পাল্টাতে হবে। রাজনীতিটা মানুষের জন্য নিজেদের পকেট ভরানো নয় এই উপলব্ধি বোধ ছড়িয়ে দেওয়া। এদিন প্রেসমিটে বিজেপির হুগলি লোকসভার প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, মানুষের আশীর্বাদে বিজেপি হুগলি লোকসভা থেকে জিতবে। চেনা মাঠে মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করবে। তৃণমূল আবারও পরাজিত হবে। এবার পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি আসনেই পদ্মফুল জিতছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠনের পরেই রাজ্যে তৃণমূল সরকার ভেঙে যাবে। তৃণমূল নিজেদের মধ্যে খেলা হবে, খেলা হবে করে শেষ হয়ে যাবে। সবমিলিয়ে প্রার্থী ঘোষণার পরেই বিজেপি কর্মীরা উলুধ্বনি দিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে স্বাগত জানায়।

শিশু চোর সন্দেহে গণপিটুনি মহিলাকে, উদ্ধারে পৌঁছল পুলিশ

RAYAN CHANDARA SAHA

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শিশু চোর সন্দেহে এক মহিলাকে ধরে গণপিটুনি দিলে উত্তেজিত জনতা। এমনকী বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে ওই মহিলাকে রীতিমতো জেরা করে এলাকার প্রমিলা বাহিনী। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাটুলিতে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করে ওই এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মধ্যবয়স্ক ওই মহিলাকে জনতার রোষ থেকে উদ্ধারের পর আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অচেনা এক মহিলা এদিন পুরাটুলি এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে সন্দেহজনক ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। এরপরই ওই এলাকার এক গৃহস্থ মন্টু বাগচির বাড়িতে ঢুকে যায়। তার অল্পবয়সি সন্তান রয়েছে। তখনই ওই মহিলাকে হাতেনাতে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে। আর তারপরেই হইচই পড়ে যায় গোটা এলাকায়।

উল্লেখ্য, মালদায় ছেলেধরার ঘটনা নিয়েই যেমন গুজব ছড়াচ্ছে, তেমনি আতঙ্কে রয়েছে বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষেরা মধ্যে। আর এই ঘটনায় পুরাটুলিতে আবারও নতুন করে আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যদিও ওই মহিলাকে স্থানীয় বাসিন্দারা জেরা করলেও সে তার নিজের নাম এবং ঠিকানা একেক সময় ভিন্নভাবে জানিয়েছে। তাতেই এলাকার মানুষদের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এরপরই ওই এলাকার একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে দড়ি দিয়ে ওই মহিলাকে বেঁধে চলে চড়-থাপ্পর।

স্থানীয় বাসিন্দা ফাল্গুনী বাগচি জানিয়েছেন, এদিন তার বাড়িতে হঠাৎ করে ওই মহিলা ঢুকে পড়ে। সেই সময় তার সন্তান খেলাধুলা করছিল। কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছিল। চুরির উদ্দেশ্যেই ওই মহিলা বাড়িতে ঢুকেছিল। তবে যেভাবে ছেলে ধরার আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে আমরা মনে করছি শিশু চুরি করতে হয়তো ওই মহিলা এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। এরপরই পাড়ার লোকজন জড়ো হয়। পরে পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলাকে আপাতত আটক করা হয়েছে। সে তার নাম পরিচয় সঠিকভাবে জানায়নি। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মমতা এখন অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। মমতাকে কটাক্ষ করে দিলীপ বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন, তাই সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন না, তিনি নিজের দল এবং নেতাদের বাঁচাতে অনেক কিছু করছেন।

শুক্রবার রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বৈঠক শেষে মমতা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি এলে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েই থাকে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। আর এ প্রসঙ্গে শনিবার সকালে খড়গপুরে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, গতবার প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) কোনও কথা বলেননি। এখন কিসের বাধ্যবাধকতা? শাহজাহান শেখের মতো নেতারা ধীরে ধীরে ইডি-র নজরদারিতে আসছে এবং দল ভেঙে পড়ছে। এজন্য তিনি নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করতে গিয়েছেন।

নরেন্দ্র মোদির সভায় মোবাইল ফোন চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় এসে খোয়া গেল মোবাইল থেকে আরাম্ভ করে সোনার জিনিস। সেই অভিযোগ নিয়ে শনিবার থানায় হাজির বিজেপি কর্মী সমর্থক। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল বিজেপির রাজনৈতিক বিতর্ক। শুক্রবার ১ মার্চ আরামবাগে প্রশাসনিক সভা ও দলীয় সভা করতে এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই সভাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন ছুটে এসেছিলেন। আর সেখানেই ভিড়ের মধ্যে কারোর পকেট থেকে উধাও কয়েক হাজার টাকার মোবাইল ও মহিলাদের সোনার জিনিসপত্র। আবার কেউ অভিযোগ করছেন বিজেপির পার্টি অফিস থেকেই মোবাইল ফোন উধাও। সেই অভিযোগ জানাতে থানায় হাজির হয় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এ বিষয়ে বিজেপি নেতৃত্ব বলেন তৃণমূল এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। বিজেপির সভায় তৃণমূলের লোকজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে ছিনতাই করাচ্ছে। আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের ভিত্তিতে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে সেখানে কিভাবে চুরি হয়। বিজেপির মধ্যেই চোর রয়েছে। অন্য লোককে দোষারোপ করে কোনও লাভ নেই। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে তৃণমূলের এক সাংসদের ধরনা মঞ্চ থেকে নাকি মোবাইল চুরি হয়। সেই সময় রাজ্যের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তৃণমূল। ঠিক একই ভাবে আরামবাগে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় বিজেপি কর্মীদের মোবাইল ফোন চুরি যাওয়ায় বিজেপি নেতৃত্বের কটাক্ষ রাজ্য চোরেরা রাজস্ব চলছে। তাই সব জায়গায় চুরি। এই বিষয়ে গণেশ রায় নামে এক যুবক জানান, প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এসেছিলাম। সভা শেষ হয়ে যেতেই বেরিয়ে আসার সময় গেটের ঠেলাঠেলিতে পকেট থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে যায় মোবাইলটি। মাত্র দু'মাস আগে মোবাইলটি কেনা হয়েছে। অপরদিকে প্রদীপ হালদার নামে এক বিজেপি কর্মী জানান, বিজেপির কার্যালয় থেকে কখন যে পকেটে থেকে মোবাইল উধাও হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখন সমস্যার সমাধান করতেই হবে। সবমিলিয়ে এই ধরনের এক হেভিওয়েট নেতার জনসভা থেকে যদি প্রায় ৫০ থেকে ৬০ টা মোবাইল ফোন চুরি হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে যায়।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৪.০৩.২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U29244WB2006PTC108701
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	মেসার্স পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড ৪০/২/১জেড লেক রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	**২৯.০২.২০২৪** (নির্দেশ কপি গ্রহণের তারিখ : ০১.০৩.২০২৪)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৭.০৮.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**শ্রী মণীশ সন্তোষ বুচাসিয়া** (PCS IP RV_SFA) রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-002/IP-N00487/2017-2018/11449 এএফএ বৈধ ০৬.১১.২০২৪
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	৩০৬, ৪র্থ তল, ''গ্যালা মার্ট''সোবো সেন্টারের নিকট, সফল পরিসরের আগে, এসবিআই/ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের উপরে, দক্ষিণ ভোপাল, আহমেদাবাদ - ৩৮০০৫৮, গুজরাত ইমেল : manishbuchasiacs@gmail.com মোবাইল নং - ৯৮৯৮০৫৫৩৬৭
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	৩০৬, ৪র্থ তল, ''গালা মার্ট''সোবো সেন্টারের নিকট, সফল পরিসরের পাশে, এসবিআই/ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের উপরে, দক্ষিণ ভোপাল, আহমেদাবাদ - ৩৮০০৫৮, গুজরাত ইমেল : psearthibc@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	**১৪.০৩.২০২৪**
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয় অন্তর্বর্তী পেশাদার প্রস্তাবকের তথ্যানুসারে
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **পি.এস. আর্থ মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **২৯.০২.২০২৪ তারিখ এবং নির্দেশ গৃহীত ০১.০৩.২০২৪ তারিখে।**

পি.এস. আর্থ মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৪.০৩.২০২৪** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী মণীশ সন্তোষ বুচাসিয়া
পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড
এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-002/IP-N00487/2017-2018/11449

আইন বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সাধারণ দুঃস্থ মানুষদের জন্য আইনি পরিষেবা দিচ্ছে ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটি। শনিবার বারাসাতের কাজিপাড়ায় ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটির একটি কর্মশালা হয়। সেই অনুশাসনের পর এমনই মন্তব্য করে ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রধান ডঃ কৌশিক ব্যানার্জি। তিনি আরও বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইন পরিষেবার ক্ষত্রেও আধুনিক পরিষেবা এসেছে। সেক্ষেত্রে অপরাধ জগতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি ও কমপিউটিশনাল ইন্টেলিজেন্সি এর ব্যবহার হচ্ছে। মানুষ এবং আইনের ছাত্র-ছাত্রীদের সে বিষয়ে অবগত করতেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ অনির্বাণ মজুমদার, অধ্যাপিকা ডঃ কবিতা সিং, অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত কুমার সাহা সহ অন্যান্যরা। ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রার মহুয়া পাল ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটির সম্পর্কে বলেন, আমরা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত শিক্ষা প্রদান করি তাই নয় সমাজের মানুষের জন্যও নানান পরিষেবা দিয়ে থাকি।

মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের বার্ষিক সম্মেলনে উঠল শোষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে উঠে এল মোবাইল কোম্পানিগুলির শ্রমিক শোষণের কথা। মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের অভিযোগ বিভিন্নভাবে কৌশলে মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের বাস্তবিক অর্থে শোষণ করে চলেছে কোম্পানিগুলি। আর এই বিষয়ে কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে পাশে থাকার আবেদন জানানো হলে ও তেমন কোনও সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের। শনিবার হাওড়ার বাগনানে হাওড়া জেলা মোবাইল টাওয়ার কন্ট্রাক্টর সিকিউরিটি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও টেকনিশিয়ান ইউনিয়নের ৮ম সম্মেলনে সভায় উঠে এসেছে এই তথ্য। সংগঠনের সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী জানান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের কোম্পানিগুলি পরোক্ষ শোষণ করে বলে জানা গিয়েছে। কম মাইনে দিয়ে বেশি ডিউটি করানো থেকে শুরু করে কর্মীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখা গিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে। প্রয়োজনে আন্দোলন ও হবে।

Union Bank of India

আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩,
সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, টেলিফোন- ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

ইজারায় প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক কর্তৃক-যথাযথভাবে নির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস পরিমাণ **১৪০০ বর্গফুট কমবেশি ১০** শতাংশ কার্পেট এরিয়া নির্মিত /নির্মীয়মাণ উখড়া, ব্লক-অন্ডাল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট দেখুন **https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** বা **ই-প্রোকিওরমেন্ট** পোর্টাল **www.eprocure.gov.in/epublish/app**।

নির্ধারিত বয়ানে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় ০৩/০৪/২০২৪ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত

''টেকনিক্যাল বিড'' এবং ''প্রাইস বিড'' প্রস্তাব টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন/ড্রইং সহ দুই পৃথক সিলকরা খামে **১. টেকনিক্যাল বিড ২. প্রাইস বিড** শীর্ষাঙ্কিতভাবে গৃহীত হবে যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্মে রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর উক্ত ঠিকানায়,উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পূর্বে ।

টেকনিক্যাল টেন্ডার খোলা হবে উক্ত ঠিকানায় **০৩.০৪.২০২৪ তারিখে সন্ধে ৫ টায়।** টেন্ডার খোলার সময়ে জমির মালিক/তাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকতে পারেন। কোনও দালল বা মধ্যস্থকারী অনুমোদিত নয়।

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

পশ্চিম মেদিনীপুরে বাহিনীর টহল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার সকাল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে আধা সামরিক বাহিনীর টহল শুরু হয়েছে। শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এসে পৌঁছেছে ২ কোম্পানি আধা সামরিকবাহিনী। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই আধা সেনা এসে পৌঁছনোর ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে , এদিন মহিলা দুই কোম্পানি এসে পৌঁছেছে সি -২৩২ এবং ই- ২৩২। নির্বাচনের আগে সুষ্ঠভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এদিনই দুটি কোম্পানিকে দাসপুর ও মোহনপুর থানা এলাকায় পাঠানো হয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে জেলায় তৃণমূলের সঙ্গে জোর টক্কর হবে বিজেপির। তার আগে সব রকম গোলমাল ঠেকাতে তৎপরতা চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার সকাল থেকে দাসপুর এবং মোহনপুর এলাকার বিভিন্ন গ্রামে টহল দিয়েছে আধা সামরিক বাহিনী। পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের কাছে সমস্যা শুনছে, এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান হয়। কোনও সমস্যায় পড়লে যেন নিশ্চিন্তে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে জানানো হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনী এবং বেলপাহাড়ি এলাকাতেও।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং** 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে **২০.০৩.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতা** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	**ক) শ্রী দীপায়ণ দাস, পিতা শ্রী শেখর বিশ্বাস,** **ঠিকানা :** ১২/২, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৭ **খ) বড়িশা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩বি, সুদৃশ্য টাইলসের মেঝে সমন্বিত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ কমবেশি ৬৯৬ বর্গফুট চতুর্থ তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চারতলা ভবনে নাম 'গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট', ১ বেড রুম,১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা অবস্থিত হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪ স্টেনা রোড, থানা : মহেশতলা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা শ্যামপুর, জেএল নং ৪৬, আরএস দাগ নং ৮১০ এবং ৮১১, এলআর দাগ নং ১০১৪ এবং ১০১৫, আরএস খতিয়ান নং ০২৩৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫০, ১২৭৭, ৭৫৯, ১০১১, ৫২৯, ১১৮১ হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪, স্টেনা রোড, থানা : মহেশতলা, এডিএসআর অফিস বেহালা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রয়াত সুকুমার বোস এবং অন্যান্যর পুকুর, দক্ষিণে : ১৫ ফুট চওড়া সরকার পাড়া রোড, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া শ্যামপুকুর স্টেনা রোড, পশ্চিমে : শ্রীমতি পূরবী সরকারের ভবন।	**৯,৩২,২৫৬.০০ টাকা (নয় লাখ বত্রিশ হাজার দুশো ছাপান্ন টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১২,০০,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,২০,০০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) IDIB50502982369** **ঙ) নেই**
	ক) মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস (স্বত্বা : শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া) এবং শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া, ঠিকানা : পিতা প্রয়াত চন্দন কুশওয়া, ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থ তল, সুরধনি অ্যাপার্টমেন্ট বীরেন রায় রোড, পো. জোতে শিবরামপুর, কলকাতা, পিন - ৭০০১৪১ **খ) বরিষা শাখা**	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০৪ বর্গফুট সুরধনি অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থ তল (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) পো: জোতে শিবরামপুর, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আসুতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : সরশুনা, আরএস দাগ নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৯৬২, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, ১২/সি/১ বাস স্ট্যান্ডের নিকট, স্বত্ব দলিল নং ৯৩৬২-২০০৬ সালের রাজ নারায়ণ কুশওয়ার নামে। **চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), পূর্বে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন।	**৬৩,৫২,৯৯৯.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা)** ২০.০৪.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৪৯,০০,০০০.০০ টাকা** **খ) ৪,৯০,০০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) IDIB50185474998** **ঙ) নেই**
	ক) শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদার **ঠিকানা :** পিতা শ্রী মনোহর মজুমদার, ফ্ল্যাট নং সি৩, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, থানা : হরিদেবপুর,কলকাতা : ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) বড়িশা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং সি৩ (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) ৪র্থতলে ভবনে পরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম, এক কিচেন তথা ডাইনিং, দুই বাথ রুম, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-১৬০৭০৪৩৭৪, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৯০২২ থেকে ১৩৯০৬০, দলিল নং ১৬০৭০৪৩৭৪-২০১৬ সালের, এডিএসআরও বেহালা, জমির বিস্তারিত : জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা- খাসপুর, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, ওয়ার্ড নং ১২৪, পো : ঠাকুরপুকুর, থানা : হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদারের নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে ১৮ ফুট কেএমসি রোড, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩১/৩১৯৪, পূর্বে : শ্রী তাপস কুমার ঘোষের জমি, পশ্চিমে : বকুল চক্রবর্তীর জমি।	**১২,৭২,২৯০.০০ টাকা (বারো লাখ বাহাত্তর হাজার দুশো নব্বই টাকা)** ১৭.০১.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ২৩,০০,০০০.০০ টাকা** **খ) ২,৩০,০০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) IDIB50296601251** **ঙ) নেই**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২০ মার্চ ২০২৪ (২০.০৩.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com**।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **''১৮০০১০২৫০২৬''** এবং **''০১১-৪১১০৬১৩১''** যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণের-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৩.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

৫ মার্চ ধর্মঘট সফল করতে সিটুর পথসভা আরামবাগে

ড্রাইভারদের মৃত্যুবাণ
ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৬,(১)(২) ধারা বাতিল।
এম ভি এক্ট ২০১৯ শ্রমিক স্বার্থে সংশোধন।
পরিবহন শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার দাবীতে -
সারা রাজ্যে
পরিবহন ধর্মঘট
সফল করুন
AITUC / INTUC / AICCTU / AIUTUC
CITU

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আগামী মঙ্গলবার ৫ মার্চ রাজ্যে পরিবহন ধর্মঘট সফল করতে ওয়েস্ট বেঙ্গল রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়াকার্স ফেডারেশন হুগলি জেলা প্রস্তুতি কমিটি সিটুর ধর্মঘট। শনিবার হুগলির আরামবাগের বাসস্ট্যান্ড চত্বরে আরামবাগের বাম সংগঠন সিটুর একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হল ধর্মঘট সফল করতে। উল্লেখ্য, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৬ (১) (২) ধারা বাতিল, এমভি অ্যাক্ট ২০১৯ শ্রমিক স্বার্থের সংশোধন এবং পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে ধর্মঘট সফল করতে পথে নামছে বাম শাখা সংগঠন সিটু। সিটু নেতৃত্বে দাবি, বিজেপি সরকারের নতুন আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৬ নম্বর ধারার উপধারা (১), (২)-তে পথ দুর্ঘটনায় কেউ আহত হলে ড্রাইভারকে তার চিকিৎসা করাতে হবে বা অপেক্ষা করতে হবে পুলিশ আসা পর্যন্ত। দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে ড্রাইভারদের স্থান হবে জেলে, জরিমানা ১০ লক্ষ টাকা বা ১০ বছরের জেল। সরকার নতুন আইন সংশোধন করে সংসদে এই কঠোর বিধান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত শ্রমিকদের আন্দোলন চলবে। বর্তমানে মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবহণ শিল্প বিরোধী নীতির কারণে সড়ক পরিবহণ ক্ষেত্রে গুরুতর সংকটের মধ্যে পড়েছে বলেও জানিয়েছেন সিটু নেতৃত্ব। পরিবহণ শিল্প ও শ্রমিক বিরোধী নীতিগুলি বাতিলের দাবিতে আগামী ৫ মার্চ রাজ্যজুড়ে পরিবহণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর সম্পাদক মমডলীর সদস্য পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগ মহকুমার সিটুর সম্পাদক সুদীপ্ত পোদ্দার, সিটু নেতা গণেশ অধিকারী, শেখ সাবির সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।